|  |
| --- |
| **তথ্য ও সম্প্রচার** **মন্ত্রণালয়** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়/বিভাগের গুরুত্ব:** বর্তমান বিশ্বে তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং তথ্য পাওয়ার অধিকার একটি সমাজের স্বাধীনতার পরিচায়ক। তথ্য এবং যোগাযোগের সাথে উন্নয়ন এখন অধিক মাত্রায় সম্পৃক্ত। জনগণ তথ্য সমৃদ্ধ হলে তারা ক্ষমতাবান হয়। একটি সুস্থ মূল্যবোধ সম্পন্ন গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের জন্য অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। তথ্যের অবাধ প্রবাহের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণকে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

**1.2 Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট:** এ বিভাগের কার্যক্রমের উপর দারিদ্র নিরসন ও নারী উন্নয়নের প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই তবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে প্রচার কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প এবং শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন উন্নয়ন সম্প্রচার, তথ্য অধিকার আইন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নারী ও শিশু অধিকার, দারিদ্র্য বিমোচন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, কৃষি অনুষ্ঠান বিষয়ে অনুষ্ঠান প্রচার করা, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক দারিদ্র্য নিরসন বিষয়ে নিয়মিত উন্মুক্ত বৈঠক, ভ্রাম্যমান চলচ্চিত্র প্রদর্শন, প্রামাণ্য চিত্র এবং ফিচার প্রচার ও প্রকাশ করে জনসচেতনতা তৈরীর মাধ্যমে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এ সকল কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা**

বাংলাদেশ বেতার,বাংলাদেশ টেলিভিশন, কমিউনিটি বেতার, এফএম বেতারসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের সহায়তায় তথ্য মন্ত্রণালয় দ্রুততম সময়ে জনগণের দোরগোড়ায় তথ্য পৌঁছানোর জন্য নিয়মিত কাজ করে চলেছে। নারী ও শিশু উন্নয়ন, পরিবেশ সুরক্ষা, স্বাস্থ্য বিধি ও পরিবার কল্যাণ, নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ সমাজের অন্যান্য দুর্বল জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে থাকে। এসডিজি-৫ অনুযায়ী জেন্ডারভিত্তিক সমতা অর্জন, নারী ও কন্যা শিশুর ক্ষমতায়ন এবং এসডিজি ১৬.১০ অনুযায়ী মৌলিক স্বাধীনতা এবংতথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে মন্ত্রণালয়ের এসডিজি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনায় উপযুক্ত কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

**৩.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ**

বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক আলোচিত বিষয়সমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন। এটি সার্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি হলো নারী উন্নয়ন।দক্ষিণ এশিয়াতে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলকভাবে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে, যথা- সমন্বিত উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধি। নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে বিভিন্ন কার্যক্রম নেয়া হয়েছে যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারী উন্নয়নে অবদান রাখছে।

**৪.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

**জনসচেতনতা তৈরি এবং তথ্য অধিকার সমুন্নত রাখা:** বাংলাদেশ বেতার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে নারী উন্নয়ন বিষয়ে প্রতিদিন ১.৩০ ঘন্টা এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রতিদিন ২৫ মিনিট অনুষ্ঠান প্রচার করে। এ সব অনুষ্ঠান নির্মাণে নারী শিল্পী ও কলাকুশলী সমভাবে সম্পৃক্ত বিধায় নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া, নারী উন্নয়ন বিষয়ে নিয়মিত উঠান বৈঠক, কমিউনিটি সভা, ক্ষুদ্র ও খণ্ড সমাবেশ, মহিলা সমাবেশ, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, প্রবন্ধ, প্রামাণ্যচিত্র এবং ফিচার প্রচার ও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এ সকল কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

**আধুনিক, কার্যকর ও গণমুখী গণমাধ্যম শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়ণ:** নারী আধিকার, জেন্ডার সমতা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ পরিহারে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মানসম্মত ও দর্শক-শ্রোতা প্রিয় অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচার নারী উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রেখে চলেছে। গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ ছাড়াও জেণ্ডার ইস্যু, ‘সিডো’ সনদ বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়সমূহ প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রতিটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কমপক্ষে ২০%-২৫% নারী প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। শিল্পী ও কলাকুশলী হিসেবে নারীদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

**জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির লালন, বিকাশ এবং সংরক্ষণ:** জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিকাশে প্রতিটি গণমাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী অংশগ্রহণ করে থাকে।

**৫.০ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

মন্ত্রণালয়ের বিবৃত কার্যাবলীর মধ্যে পৃথকভাবে নারীদের জন্য কোন কার্যক্রম গ্রহণের সুযোগ সীমিত এবং এ মন্ত্রণালয়ের মূল কার্যক্রম প্রচারের মাধ্যমে জনসচেতনতা তৈরী। ফলে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক নারীর সরাসরি কল্যাণে অর্থ ব্যয়যুক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন গ্রহণ করা হয় না।

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | | | **সংশোধিত 2022-২3** | | | **বাজেট 2022-২3** | | | **প্রকৃত 2021-22** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**৬.০ বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

**তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ: বাজেট কাঠামোতে বর্ণিত কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের সাথে** ৮**ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত আইন ও নীতিমালার আলোকে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আওতায়** তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত সম্ভব করার প্রচেষ্টার দ্বারা সমাজের সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে সুশাসন, দারিদ্র্য হ্রাস, সামাজিক শৃঙ্খলা ও নারী উন্নয়নে অবদান রাখছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ফলে নারীর প্রতি বৈষম্য কমছে এবং নারী অধিকার বাস্তবায়ন অধিকতর সহজ হচ্ছে।

**সম্প্রচার ব্যবস্থায় ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রবর্তন:** সম্প্রচারের মান উন্নয়ন ঘটিয়ে ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করায় বেশী সংখ্যক মানুষ অনুষ্ঠান উপভোগে আগ্রহী হচ্ছে। নারী-পুরুষ উভয়ই নারীর সমান সুযোগ সমান অধিকার বিষয়ে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান উপভোগ করার ফলে সচেতনতা সৃষ্টি করে নারীর প্রতি বৈষম্য কমাতে সহায়ক ভূমিকা রাখা হচ্ছে। ‌নারী ও শিশু উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রতিদিন গড়ে ৩০ মিনিট অনুষ্ঠান প্রচারের ফলে নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা সম্ভব হচ্ছে, যা নারী উন্নয়নে পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলছে। বিটিভি’র উন্নয়ন চ্যানেল এবং বেতারের এফএম কার্যক্রম ও কমিউনিটি রেডিও-এর প্রসারের ফলে এ সব গণমাধ্যমে প্রচারিত অনুষ্ঠান নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়ন এবং নারী ও পুরুষের বৈষম্য নিরসনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। এ ছাড়া অনুষ্ঠান নির্মাণে নারী শিল্পী ও কলাকূশলী সমভাবে সম্পৃক্ত বিধায় নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগও বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ‘জেণ্ডার ইস্যু’ অন্তর্ভুক্ত থাকায় গণমাধ্যম কর্মীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে বিধায় এর সুফল নারী জনগোষ্ঠী ভোগ করছে।

**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার:** তথ্য প্রযুক্তি চালু হওয়ার ফলে নারীদের সমাজের কম ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হবার সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সার্বিকভাবে এ সকল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

**৬.২ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারী উন্নয়নে বিগত তিন বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য আলোচনা:**

বাংলাদেশ সরকার এবং ইউনিসেফ এর আর্থিক সহায়তায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে “শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম” শীর্ষক প্রকল্প (৫ম পর্যায়) বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য শিশু ও নারী বিষয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি, অঙ্গীকার ও জাতীয় পরিকল্পনায় বিবৃত নারী ও শিশুদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও বৈষম্য কমানোর বিষয়ে বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে সামাজিক ও আচরণগত পরিবর্তন আনয়ন। শিশু ও নারীদের সার্বজনীন অধিকার সমুন্নত রাখতে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলা। বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে নাটক, গান, গম্ভিরা, স্পট, জিঙ্গেল, আলোচনা সভা, ফিল্ড বেইজ রিপোর্টিং, বহিরাঙ্গন অনুষ্ঠান, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আমি মিনা বলছি, সাপ্তাহিক নাটক, ধারাবাহিক নাটক, সরাসরি ফোন ইন অনুষ্ঠান, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিশেষ দিবসে অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে শিশু ও নারীদের সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। ৬৪টি জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণকে নারীদের বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক অনুষ্ঠান নির্মাণ ও ধারণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। নারীদের বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক ডকুড্রামা নির্মাণ করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচার ও প্রদর্শন করা হচ্ছে। তথ্যমন্ত্রণালয় ও UNICEF এর যৌথ প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

**৬.৩ নারী উন্নয়নে গৃহীত কোন প্রকল্প/কর্মসূচি Impact evaluation/IMED evaluation/project completion report এর পর্যবেক্ষণ:** মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে নারীর জীবনমানের বিষয়টি মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেক্টরে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উন্নয়ন আলোচনায় তুলে ধরা হয়।

**৭.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* গণমাধ্যমে নারীর সঠিক ভূমিকা প্রচার, প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং অংশগ্রহণের বৈষম্য দূর করা, গণমাধ্যমে নারী ও মেয়ে শিশুর অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি ও নারী ও মেয়ে শিশুর ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটানো;
* নারীর প্রতি অবমাননাকর, নেতিবাচক, সনাতনী প্রতিফলন এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে প্রচার বৃদ্ধি করা;
* **বিভিন্ন গণমাধ্যমের ব্যবস্থাপনা ও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে নারীর জন্য সমান সুযোগ রাখা;**
* **প্রচার মাধ্যম নীতিমালায় জেণ্ডার প্রেক্ষিত সমন্বিত করা;**
* **উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে আইন, প্রচারনীতি, নিয়ন্ত্রণবিধি ও আচরণবিধি প্রণয়ন করা;**
* নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম সোপান হলো প্রশিক্ষণ। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, নবসৃষ্ট বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপে নারীদের অধিক হারে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা এবং
* গণমাধ্যমের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, তথ্য, সংবাদ প্রভৃতি দর্শক বা পাঠকদের উপর বিশেষত নারীর প্রতি কিরূপ প্রভাব ফেলছে তার উপর গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও মূল্যায়ন করা।